হিসাববিজ্ঞান তথ্যপ্রবাহ
Accounting Information Flow

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উৎস
(Source of Accounting Information)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- হিসাববিজ্ঞান তথ্যের বিভিন্ন উৎসগুলো সম্পর্কে জানতে পারবেন।

ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে প্রতিদিন সংঘটিত অসংখ্য লেনদেন সুনির্দিষ্ট নিয়মে সুষ্ঠুভাবে হিসাবের বইতে লিপিবদ্ধ করাই হিসাববিজ্ঞানের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ। একাজ সম্পাদনে অর্থাৎ ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন ধরনের লেনদেন লিপিবদ্ধকরণের সময় কতকগুলো দলিলপত্র ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করা হয়। প্রতিষ্ঠানের প্রতিটি আর্থিক লেনদেনের জন্য কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় কাগজ পত্র তৈরী করতে হয় যেগুলোকে লেনদেনের দলিলপত্র নামে অভিহিত করা হয়। লেনদেন হাতে কলমে হিসাবের খাতায় লিপিবদ্ধ করা হোক অথবা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে কম্পিউটারের মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করা হোক না কেন লেনদেনের দলিলপত্র ভিত্তি হিসাবে অবশ্যই থাকতে হবে। যাহা হিসাববিজ্ঞানের তথ্যের উৎস হিসেবে কাজ করে। নিম্নে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের আর্থিক লেনদেন থেকে সৃষ্ট তথ্য উদ্ভবের প্রধান উৎসগুলোর নাম দেয়া হল–

- প্রাপ্ত রসিদ পত্র (Receipt Voucher)
- প্রাপ্ত নগদ রসিদের পরিপূরক অংশ (Counterfoil Cash Receipt)
- নগম মেমো (Cash Memo)
- নগদ প্রমাণ পত্র (Cash Voucher)
- প্রদত্ত পরিশোধপত্র (Payment Voucher)
- চেকের পরিপূরক অংশ (Counterfoil of Cheque)
- ক্রয় চালালন (Purchase Invoice)
- বিক্রয় চালান (Sales Invoice)
- দেনা চিঠি (Debit Note)
- পাওনা চিঠি (Credit Note)

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য
(Characteristics of Accounting Information)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের গুণগত বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।**

হিসাব তথ্যের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of Accounting Information):

১. **প্রাসংগিকতা (Relevance) :** হিসাব তথ্য যে উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত করা হবে সে উদ্দেশ্যের সঙ্গে তথ্যের সঙ্গতিপূর্ণ হতে হবে। হিসাব তথ্য বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় বলে ব্যবসায়ের অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাজকর্মের সাথে ইহার সংগতি অবশ্যই থাকা উচিত।

২. **সময়োপযোগীতা (Timeliness) :** যে কোন তথ্য যথাসময়ে উপস্থাপন করা বাঞ্চনীয়। হিসাব প্রদত্ত তথ্য যদি সময়মত ব্যবহারকারীর কাছে পৌঁছায় তাহলে ইহা বিশেষ কোন কাজে আসে না। কাজেই তথ্য যথাসময়ে ব্যবহারকারীর কাছে পৌছে দেয়া হয়েছে কিনা তা অবশ্যই দেখা উচিত।

৩. **বিশ্বাসযোগ্যতা (Reliability) :** হিসাবপ্রদত্ত তথ্য অবশ্যই বিশ্বাসযোগ্য ও নিরপেক্ষ হতে হবে। তাই তথ্য যেসব দলিলপত্র হতে নেওয়া হয়েছে তা অবশ্যই নির্ভরযোগ্য হতে হবে। এই সব তথ্য নির্ভূল, বিশ্বস্ত ও পক্ষপাতহীন হওয়া একান্তই বাঞ্জনীয়।

৪. **সামঞ্জস্যতা (Consistency) :** হিসাবপ্রদত্ত তথ্য বিভিন্ন হিসাবকালের মধ্যে তুলনীয় হতে হবে। অন্যথায় এইসব তথ্য ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়ার পথে সহায়ক হয় না।

৫. **নিরপেক্ষতা (Neutrality) :** FASB এর মতে " তথ্যের মধ্যে কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে কোন বিশেষ পন্থা ব্যবহার করা হয়েছে এই ধরনের কোন খবরাখবর না থাকলে সেটাই নিরপেক্ষতা"। এই সব তথ্য বিভিন্ন পেশাদার মানুষ বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে তাই এইসব তথ্যের নিরপেক্ষতা একান্ত দরকার।

৬. **তথ্য প্রকাশের খরচ ও উপকারিতা তা বিবেচনা (Cost benefit consideration) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় তা প্রকাশের খরচ ও উপকারিতার মধ্যে মিল আছে কিনা তা বিবেচনা করা উচিত।

৭. **বস্তু নিষ্ঠতা (Materiality) :** হিসাব তথ্য প্রকাশের সময় প্রত্যেক তথ্যের মধ্যে বস্তুনিষ্ঠতা আছে কিনা তা যাচাই করে দেখা উচিত।

হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী
(Users of Accounting Information)

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি

- **হিসাববিজ্ঞান তথ্যের ব্যবহারকারী পক্ষসমূহের সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবেন।**

হিসাববিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহারকারী (Users of Accounting Information) :

প্রতিটি হিসাবকাল শেষে ব্যবসায়ের লাভলোকসান সম্পত্তি ও দায়ের অবস্থান, তহবিল প্রবাহ বিবরণী (Fund Flow statement) ইত্যাদি চূড়ান্ত হিসাব (Final Account) আকারে প্রকাশ করা হয়। এই চূড়ান্ত হিসাব প্রকাশিত তথ্য বিভিন্ন জনসমষ্টি বিভিন্নভাবে ব্যবহার করে। ব্যবহারকারীগণকে প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা হয় যথা ঃ অভ্যন্তরীণ ব্যবহারকারী (Internal users) এবং বাহিরের ব্যবহারকারী (External users) ব্যবসায়ের সাথে জড়িত বিভিন্ন মহল যেমন- ব্যবস্থাপক বা পরিচালকবর্গ মালিক বা স্বত্বাধিকারী, ব্যাংক বা বিভিন্ন আর্থিক সংগঠন, ঋণদাতা, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারী, ব্যবসায়ের কর্মচারী সকলেই কারবার সম্পর্কে আগ্রহী থাকে। তাহারা কিভাবে কোম্পানীর চূড়ান্ত হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে তাহা নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইল :

১. ব্যবস্থাপনা (Management) : ব্যবসায়ের কার্য্যাবলী নিয়ন্ত্রণ, বাজেট প্রণয়ন, কাঁচামালের সঠিক ব্যবহার ও অপচয় রোধ, মজুত মালের সীমা নির্দেশ, ঋণ নিয়ন্ত্রণ (Credit control), ব্যবসা সম্প্রসারণ নীতি নির্ধারণ, কর্মচারীদের সুবিধা প্রদান, বিভিন্ন বিভাগের কাজ কর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধন ইত্যাদি বহুমুখী কাজে হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ ব্যবহার করে থাকে।

২. মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ (Owners) : ব্যবসায়ে লাভ এর পরিমাণ, মূলধন প্রত্যাবর্তনের ক্ষমতা, মূলধনের ঝুঁকি, ব্যবসায়ের সম্প্রসারণ সম্ভাবনা, কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি জানবার জন্য মালিক বা স্বত্বাধিকারীগণ হিসাব তথ্য ব্যবহার করে।

৩. সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ (Prospective investors) : সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীগণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা, লাভের পরিমাণ, ব্যাংকের সুদের হারের সাথে কোম্পানীর লভ্যাংশের তুলনা, লাভের গতি ইত্যাদি পর্যালোচনা করে বিনিয়োগের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পারে।

৪. কর নির্ধারনী সংস্থা (Tax Authorities) : সংশ্লিষ্ট হিসাব কালের করযোগ্য আয় ও করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে মৌলিক তথ্য বলে গণ্য করা হয়ে থাকে।

৫. সম্ভাব্য ঋণদানকারী সংস্থা (Prospective Loan Agencies) : কোম্পানী কোন ঋণদানকারী সংস্থার কাছে ঋণের জন্য দরখাস্ত করলে উক্ত সংস্থা কোম্পানীর হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ঋণদানের ক্ষেত্রে মূল্যবান তথ্য বলে গণ্য করে। হিসাব তথ্য হতে কোম্পানীর ঋণ ফেরৎ দানের ক্ষমতা, ঋণের প্রয়োজনীয়তা, ঋণ ফেরৎ দানে ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের আগ্রহ ইত্যাদি নির্ধারণ করে।

৬. বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ (Existing and Prospective Creditors) : হিসাব প্রদত্ত তথ্য হতে বর্তমান ও সম্ভাব্য পাওনাদারগণ কোম্পানীর দেনা পরিশোধের ক্ষমতা কতটুকু তা নির্ধারণ করে এবং অদূর ভবিষ্যতে কোম্পানীর কাছে মালামাল বিক্রি করা উচিত হবে কিনা তা অনুমান করে।

৭. বর্তমান ও সম্ভাব্য দেনাদারগণ (Existing and Prospective Debtors) : কোম্পানীর বর্তমান আর্থিক অবস্থায় কতদিন দেনা রাখা যাবে কোম্পানী কতদিন দেনা অনাদায়ী রাখতে পারবে তা নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

৮. শ্রমিক ও কর্মচারী সংঘসমূহ (Trade and Employees Union): কোম্পানীর আর্থিক অবস্থা বিবেচনা ও লভ্যাংশে কর্মচারীদের শেয়ার বা বোনাস ইত্যাদির দাবী দাওয়া পেশ করতে হিসাব প্রদত্ত তথ্য সংঘসমূহের শ্রমিক নেতাদের সাহায্য করে।

৯. বণিক সমিতিসমূহ (Chamber of Commerces) :বণিক সমিতিসমূহ দেশে বিরাজমান বাণিজ্যের সার্বিক অবস্থা অবহিত হবার জন্য এবং সমিতির সদস্যদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য হিসাব বিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে।

১০. দ্রব্যমূল নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ (Price Fixing authority) : মূল্য নির্ধারণী কর্তৃপক্ষ দ্রব্যমূল্য নির্ধারণে হিসাব প্রদত্ত তথ্যকে ব্যবহার করে এবং কোম্পানীর দ্রব্যমূল্য বিধির চাহিদা বিশ্লেষণ করে।

১১. সরকার (Government) : সরকারী মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ সরকারকে দেয় লভ্যাংশ ঠিকমত সরকারী তহবিলে জমা দিচ্ছে কিনা তা যাচাই করবার জন্য হিসাব প্রদত্ত তথ্য ব্যবহার করে। এ ছাড়াও দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা জানবার জন্য হিসাব বিজ্ঞান তথ্য ব্যবহৃত হয়।

১২. জনসাধারণ (Public in General) : ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা এবং অদক্ষ পরিচালনার জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাচ্ছে কিনা বা সুদক্ষ পরিচালনার জন্য -অদূর ভবিষ্যতে দ্রব্যমূল্য কমার সম্ভাবনা আছে কিনা ইত্যাদি বিশ্লেষণ হিসাব প্রদত্ত তথ্য সাহায্য করে।

মূল্যায়ন

১. হিসাববিজ্ঞান তথ্যের উৎসগুলো কি কি? (What are the sources of Accounting Information)

২. হিসাব তথ্যের কি কি গুণাবলী থাকা আবশ্যক? (What are the essential characteristics of Accounting information)

3. হিসাব তথ্যে কারা ব্যবহার করে? (Who are the users of accounting information)